অল্প-স্বল্প গল্প

।। রবীন্দ্রনাথের হাতে কৃষি এবং আজকের বিশ্বভারতী ।।

কাইউম পারভেজ

কৃষি বলতে কি কেবলই ফসল ফলানো? কথাটি কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও বোধকরি অনুধাবন করেছিলেন। কথায় আছে Plough & the man behind the plough অর্থাৎ লাঙ্গল ও লাঙ্গলের পিছনের মানুষ - দুটোই কৃষির অঙ্গ। সেই মানুষটির জীবনযাত্রা স্বপ্ন, তার চারপাশ, প্রকৃতি, অর্থনীতি এ সবই একসূত্রে গাঁথা। ব্যপক অর্থে কৃষি হলো - মাটি, প্রকৃতি, মানুষ, মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা, অর্থনীতি আর সেই প্রকৃতির মাঝে যারা মিশে আছে যেমন খাদ্যশস্য গাছগাছালি ক্ষুদ্র থেকে বৃহৎ প্রাণী - সকলই। আরো নির্দিষ্ট করে বলতে গেলে সমগ্র প্লান্ট, এনভায়রনমেন্ট, ইকোসিস্টেমস, ক্লাইমেট, বায়োডিভার্সিটি – এ সবই। কৃষির জন্য মানুষ আর মানুষের জন্য কৃষি - কথাটি রবীন্দ্রনাথও ভেবেছিলেন শতবর্ষ আগে। আরো ভেবেছিলেন যদি মানুষকে মানুষের মত করে বাঁচতে সহায়তা করতে হয় তবে তার জন্য উন্মুক্ত এবং সহজ করে দিতে হবে শিক্ষা। হাতে কলমে শিক্ষা। যে শিক্ষা জীবন ও জীবিকাকে জানতে সহায়ক হবে।

পশ্চিম বাংলার বীরভূম জেলার বোলপুরের কাছে ভূবনডাঙ্গা নামে একটি জায়গা ছিলো। ভূবন নামে এক দুর্ধর্ষ ডাকাতের নামে এর নাম হয়েছিলো ভূবনডাঙ্গা। তাও সে বহুদিন আগের কথা। তো সেই ভূবনডাঙ্গার কোল ঘেঁসে ১৮৬২ সালে মহর্ষী দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর নৌকায় করে যাচ্ছিলেন রায়পুর। ভূবনডাঙ্গার লাল মাটি, তার ওপর সবুজের সমারোহ, ধানের ক্ষেত, ছাতিম গাছ, খেজুর গাছ - এ সব দেখে তিনি মুগ্ধ হলেন। ভূবনডাঙ্গা তখন ঠাকুর পরিবারেরই সম্পত্তি। মহর্ষী দেবেন্দ্রনাথের এতই ভালো লাগলো যে তিনি পরবর্তীতে একটি ছোট্ট ঘর তুললেন সেখানে। আর তার নাম দিলেন 'শান্তিনিকেতন'। ক্রমশঃ এই শান্তিনিকেতন হয়ে উঠলো আধ্যাত্মিক উপাসনার কেন্দ্র বিন্দু। প্রখ্যাত ছাতিমতলায় শুরু হলো তাঁর উপাসনা। ১৮৬৩ সালে এখানে তিনি একটি আশ্রম গড়ে তুললেন এবং ব্রাহ্ম সমাজ প্রতিষ্ঠায় আত্মনিয়োগ করলেন।

মহর্ষী দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সুযোগ্য পুত্র রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (৭ মে ১৮৬১–৭ আগষ্ট ১৯৪১) তাঁর সৃজনশীল চিন্তাভাবনায় অনুধাবন করতেন যে দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার সাথে সাধারণ মানুষের অর্থনৈতিক জীবনযাত্রার সম্পৃক্ততা থাকতে হবে সকল ক্ষেত্রেই নইলে সমাজের অনগ্রসর একটি অংশের প্রভাব ক্রমশঃই অন্য অংশটিতে গিয়ে পড়বে। আর সে শিক্ষার শুরুটা হতে হবে সেই অনগ্রসর সমাজের মধ্য থেকেই। তাঁর মাথায় এলো শান্তিনিকেতনের আশপাশে যে অনগ্রসর সমাজ রয়েছে এদেরকে দিয়েই শুরু করতে হবে। এদের মধ্যেই ছড়িয়ে দিতে হবে জ্ঞানের আলো এবং তা হতে হবে বাস্তবমুখী। তাঁর ভাবনায় এলো একটি নন-ফরমাল স্কুল। সে স্কুলেই চর্চা হবে কৃষি, পশুপালনসহ গ্রামীণ অর্থনীতির সাথে সম্পৃক্ত কুটির শিল্প সমূহ। এই শিক্ষাঙ্গনের মাধ্যমেই শান্তিনিকেতনের আশপাশের মানুষ একসূত্রে গাঁথা হবে। এদের মধ্য থেকেই বেরিয়ে আসবে ছাত্র শিক্ষক। এরাই সমবেতভাবে নিজেদের অস্তিত্ব এবং উন্নয়নে একে অপরকে সহযোগিতা করবে।

১৯০৬ সনে রবীন্দ্রনাথ তাঁর ছেলে রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং বন্ধুর ছেলে সন্তোষচন্দ্র মজুমদারকে আমেরিকার ইলিনয়ে যথাক্রমে কৃষি এবং পশুপালন বিষয়ে পড়াশোনা করতে পাঠিয়ে দিলেন – যাতে করে এঁরা এই অনগ্রসর গ্রামবাসীদের কৃষি থেকে শুরু করে গ্রামীণ আর্থসামাজিক উন্নয়নমূলক সকল বিষয়ে প্রশিক্ষণ দিতে পারেন। বিরাজমান শিক্ষার গতিকে আরো উন্নত এবং বাস্তবমুখী করতে পারেন।

১৯২২ সনে শান্তিনিকেতন থেকে প্রায় তিন কিলোমিটার দূরে সূরুল গাঁয়ে রবীন্দ্রনাথ ইনস্টিটিউট অব রুরাল রিকন্সট্রাকশন নামে একটি প্রকল্প স্থাপন করলেন। এ ভাবনা তাঁর মাথায় বেশী করে কাজ করতে লাগলো যখন ১৯২০ সনে তিনি দেখা পেলেন ইয়র্কশায়ারবাসি লিওনার্ড নাইট এলমহার্স্ট-এর (Leonard Knight Elmhirst)। লিওনার্ড নিউইয়র্কের করনেল ইউনিভার্সিটি থেকে কৃষি অর্থনীতি এবং কৃষিতত্ত্বে ডিগ্রি করেছেন ১৯১৯ - ১৯২২ সনে। রবীন্দ্রনাথ লিওনার্ডকে তাঁর স্বপ্নের কথা বলতেই লিওনার্ড আগ্রহী হয়ে উঠলেন রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে কাজ করবার জন্য। রবীন্দ্রনাথ লিওনার্ডকে দায়িত্ব দিলেন ইনস্টিটিউট অব রুরাল রিকন্সট্রাকশন প্রকল্পের। ১৯২২-এর ৬ ফেব্রুয়ারী ইনস্টিটিউট অব রুরাল রিকন্সট্রাকশন প্রকল্প আনুষ্ঠানিকভাবে চালু হলো আর লিওনার্ড হলেন এর প্রথম পরিচালক। পরবর্তীতে ১৯২৩ সনে এর নাম হলো শ্রীনিকেতন। গ্রামীণ জীবনযাত্রার পুনঃর্গঠন কার্যক্রম নিয়ে শুরু হলো শ্রীনিকেতনের। গ্রামের শিশু কিশোরদের গতানুগতিক শিক্ষার বাইরে হাতে কলমে শিক্ষার জন্য প্রথমে শান্তিনিকেতনে স্হাপন করা হলো শিক্ষাসত্র ১৯২৪ সনে। যে শিশুরা যথাযোগ্য সুযোগের অভাব এবং দারিদ্রতার কারণে শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত তাদের জন্য চালু করা হলো শিক্ষাসত্র। শিক্ষাসত্রকে স্থানান্তর করা হলো শ্রীনিকেতনে ১৯২৭-এ। শিক্ষাসত্র সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব বর্ণনা প্রকাশিত হয়েছিলো বিশ্বভারতী বুলেটিন নং ২১-এ ১৯৩৬ সনে এভাবে ... Shiksa-Satra is the natural outcome of some years of educational experiment at Santiniketan and at the Institute of Rural Reconstruction at Sriniketan. Here an attempt is being made to give all-round education to village children and provide them with training which will not only enable to earn a decent livelihood but also to equip them with the necessary training and creative imagination with which they help to improve the rural life of Bengal in all its aspects.

বর্তমানে শিক্ষাসত্রের পাঠ্যক্রম পাঠভবনের (পাঠভবন সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে একটু নিচে পরবর্তী আলোচনায়) সাথে মিলিয়ে এর সাথে সংযুক্ত হয়েছে কাঠের কাজ, তাঁত, ইলেক্ট্রিক্যাল সার্ভিসিং এ্যান্ড মেইনটিনেন্স, কৃষিতত্ত্ব, উদ্যানতত্ত্ব, হস্তশিল্প, ড্রইং এ্যান্ড পেইন্টিং, সঙ্গীত, সাহিত্য সভা, শরীরচর্চা এবং শিক্ষা সফর।

পরবর্তীতে শিক্ষাসত্রের পাশাপাশি ১৯৩৬ সনে চালু হলো লোক শিক্ষা সংসদ যেখানে নন-ফরমাল এডুকেশনের ব্যবস্হা হলো তাদের জন্য যাদের কোনভাবেই ফরমাল এডুকেশনের কোন সুযোগ ছিলো না। তেমনি ১৯৩৭ সনে স্থাপিত হলো শিক্ষা চর্চা যেখানে প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা হলো গ্রামের স্কুল শিক্ষকদের। এ সব প্রতিষ্ঠান গুলোতে চর্চা হতে লাগলো কৃষি, পশুপালনসহ গ্রামীণ অর্থনীতির সাথে সম্পৃক্ত কুটির শিল্প সমূহ। সর্বপোরি প্রথাগত শিক্ষার বাইরে গিয়ে প্রকৃতির সাথে খাপ খাইয়ে গ্রামীণ জীবনযাত্রার মানোন্নয়নের মূল লক্ষ্যই ছিলো শ্রীনিকেতনের প্রধান কার্যক্রম। রবীন্দ্রনাথের ইচ্ছায় কৃষকদের উন্নত মানের চাষাবাদ পদ্ধতির প্রশিক্ষন দেয়ার দায়িত্ব ছিলো লিওনার্ডের।

১৯২৩ থেকে ১৯২৫ সময়কালের মধ্যে লিওনার্ড কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পক্ষে গোটা ভারত, ফিলিপাইন, চীন এবং জাপান ঘুরেছেন শ্রীনিকেতনের কৃষি শিক্ষার জন্য অর্থ এবং উপকরণ সংগ্রহের জন্য। পরবর্তীতে লিওনার্ড রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সেক্রেটারী হিসেবে নিয়োগ পান এবং রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর সেক্রেটারী হিসেবে বার্মা, চীন, জাপান, আর্জেন্টিনা এবং ইতালী সফর করেন যে সফরে রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রথাগত শিক্ষার বাইরে গ্রামীন জীবনযাত্রার মানোন্নয়নের মডেল আন্তর্জাতিক অঙ্গনে তুলে ধরেন।

এভাবেই এগিয়ে চললো রবীন্দ্রনাথের শ্রীনিকেতন। ১৯৬৩ সনের ১লা সেপ্টেম্বর শ্রীনিকেতনে প্রতিষ্ঠিত হলো পল্লী শিক্ষা সদন (ইনস্টিটিউট অব এগ্রিকালচারাল সায়েন্স) এর অনেক পরে বিশ্বভারতীর আওতায়

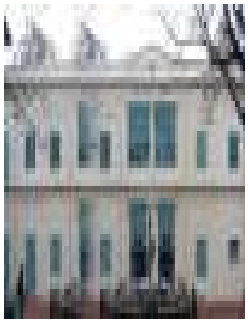

বিশ্বভারতী এ্যাক্ট ১৯৮৪-র মাধ্যমে এর নতুন নামকরণ হয় পল্লী শিক্ষা ভবন। এখানেই চার বছর মেয়াদী বি.এস.সি এগ্রিকালচার (অনার্স), দু'বছর মেয়াদী এম.এস.সি এগ্রিকালচার ডিগ্রি প্রদান করা হয়। গবেষনার মাধ্যমে পি.এইচ.ডি ডিগ্রিও এই ইনস্টিটিউটের নিয়মিত কার্যক্রম। কৃষিতত্ত্ব, উদ্যানতত্ত্ব, থেকে শুরু করে পশুপালন হাঁসমুরগীসহ কৃষির সর্বাঙ্গ অন্তর্ভূক্ত রয়েছে পাঠ্যক্রমে। এমনকি Rural Agricultural Work Experience (RAWE) স্নাতক ডিগ্রির বাধ্যতামূলক অংশ। বর্তমানে পল্লী শিক্ষা ভবনে একাডেমিক ডিপার্টমেন্টগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো – Agronomy, Soil Science, Agricultural Engineering, Plant Physiology, Animal Sciences, Crop Improvement, Horticulture Plant Protection, Agricultural Extension, Agricultural Economics, Agricultural Statistics প্রভৃতি । আজ দেখা যায় রবীন্দ্রনাথের সেই ছোট্ট স্বপ্নের বীজ এখন মহীরুহে পরিনত হয়ে গেছে। শান্তিনিকেতন-শ্রীনিকেতনের মানুষের জীবনযাত্রায় পরিবর্তন আনতে কৃষি দিয়েই শুরু করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ।

এবার আবার একটু পেছনে ফেরা যাক তাহলে দেখা যাবে তেমনি আরেকটি স্বপ্নের বীজ একটি আশ্রম থেকে কেমন করে আজ বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়।। ১৮৬৩ সালে রবীন্দ্রনাথের বাবা মহর্ষী দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ভূবনডাঙ্গার (পরবর্তীতে শান্তিনিকেতন) সেই জমিতে স্থাপন করেছিলেন ব্রাহ্ম বিদ্যালয়। ১৯০১ সনের ২২ ডিসেম্বর রবীন্দ্রনাথ সেখানে স্থাপন করলেন ব্রহ্মচারী আশ্রম। মাত্র পাঁচজন ছাত্র নিয়ে যাত্রা শুরু হলো এ আশ্রমের। ১৯২৫ সনে এই আশ্রমের নামকরণ হলো পাঠভবন। পরবর্তীতে পাঠভবনে দুটি কিন্ডারগার্টেন পর্যায়ের স্কুল মৃণালীনি আনন্দ পাঠশালা এবং সন্তোষ পাঠশালা স্থাপিত হয়েছে, তেমনি আছে প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক শিক্ষার জন্য শিক্ষাসত্র এবং উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষার জন্য উত্তর শিক্ষা সদন।

১৯১৩ সনে নোবেল প্রাইজ পাবার পর গোটা বিশ্বের নজর পড়লো কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ওপর এবং বিশ্ব জানলো বাঙলাকে এবং বাংলা সাহিত্যকে। চারিদিক থেকে আমন্ত্রন আসতে শুরু করলো কবির জন্য তাঁকে দেখার, তাঁর কথা শোনার। ১৯১৭ সালের মধ্যেই কবি বিশ্ব জুড়ে ঘোরাঘুরি করে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করলেন – অনুভব করলেন ভারতীয় শিক্ষা সংস্কৃতির বিকাশের গবেষণার জন্য তিনি শান্তিনিকেতনে

একটি সেন্টার গড়ে তুলবেন। যে সেন্টারে ভারতীয় সংস্কৃতির পাশাপাশি বিশ্বের অন্যান্য সংস্কৃতিরও চর্চা হবে। ভাবলেন সঙ্গীত এবং শিল্পচর্চা মানুষের মানসিক বিকাশের অনন্য মাধ্যম। এই মাধ্যমের সাথে মিশিয়ে দিতে হবে সামাজিক, প্রাকৃতিক, অর্থনৈতিক এবং সুশীল চিন্তার বিষয়াদি। তবেই না মানুষের মাঝে জাগবে জীবনের মূল্যবোধ। মানুষ তার জীবনকে পরিবেশকে সর্বোপরি তার জীবনযাত্রাকে সর্বাঙ্গীন সুন্দর করে গড়ে তুলতে পারবে। বিশ্বের সাথে শিক্ষা সংস্কৃতির এক মহামিলনের স্থান হবে এই সেন্টার। প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের মিলনমেলা। ছোট্ট একটি ঘরে সারা বিশ্ব।

সে চিন্তাধারাতেই ১৯২১ সনের ২৩ ডিসেম্বর বিশ্বভারতীর আনুষ্ঠানিক জন্ম। এর মূলতঃ দুটি অংশ – শান্তিনিকেতন এবং শ্রীনিকেতন। এই শান্তিনিকেতন এবং শ্রীনিকেতন মিলিয়ে আজ বিশ্বভারতীর কার্যক্রম চলছে দশটি ইনস্টিটিউটের মাধ্যমে যেখানে স্নাতক এবং স্নাতকোত্তর ডিগ্রি প্রদান করা হয়। সব মিলিয়ে ডিগ্রি গুলো :

- School Leaving Certificate
- Diplomas and Certificates in various disciplines
- Bachelor Degrees
- Master Degrees
- PH.D
- D. Litt/D.Sc

- Gagan - Aban Puraskar
- Rathindra Puraskar
- Honoris Causa (Desikottama)

আর ইনস্টিটিউট গুলো:

১. **বিদ্যাভবন** (Institute of Humanities & Social Sciences) : বিদ্যাভবনই হলো রবীন্দ্রনাথের মূল চিন্তাধারা প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের শিক্ষা সংস্কৃতির মিলনমেলা। বিদ্যাভবনের আওতায় রয়েছে দুই বছরের এম.এ এবং তিন বছরের বি.এ (অনার্স) কোর্স বাংলা, ইংরেজী এবং আধুনিক ইউরোপীয়ান ভাষা সমূহ,

অর্থনীতি এবং রাজনীতি, ইতিহাস, ভূগোল, ফিলোজফি, কমপারেটিভ রিলিজিয়ন, সংস্কৃত, পালি, প্রাকৃত, প্রাচীন ভারতের ইতিহাস, হিন্দী, উড়িয়া, চৈনিক, জাপানিজ, আরবী, ফারসী ও ইসলামের ইতিহাস এবং ইন্দো-তিব্বেতান স্টাডিজ বিষয়ে। এছাড়া ভাষা শিক্ষার জন্য বিশেষ ভাষার ইউনিটে বাংলা, হিন্দী, মারাঠী, তামিল, সাঁওতাল, ইতালিয়ান, রুশ জার্মান ও ফরাসী ভাষা শেখার বিশেষ ব্যবস্থা রয়েছে।

২. **শিক্ষা ভবন** (Institute of Science): এর আওতায় দুই বছরের এম.এস.সি এবং তিন বছরের বি.এস.সি (অনার্স) পাঠ্যক্রম রয়েছে পদার্থ বিজ্ঞান, রসায়ণ, অংক, উদ্ভিদ বিজ্ঞান, প্রাণী বিজ্ঞান, পরিসংখ্যান, কম্পিউটার সায়েন্স, সমন্বিত বিজ্ঞান শিক্ষা এবং গবেষনা বিষয়ে। বায়োটেকনোলজী সেন্টার, এনভায়রনমেন্টাল সেন্টার এবং সেন্টার ফর ম্যাথেমেটিক্যাল এডুকেশন বিশেষ কার্যক্রমের আওতায় কাজ করছে।

৩. **সঙ্গীত ভবন** (Institute of Music, Dance & Drama) – সঙ্গীত ভবন থেকে দুই বছরের এম.মিউজ করা যায় রবীন্দ্র সঙ্গীত, হিন্দুস্থানী ক্লাসিক্যাল মিউজিক (ভোকাল), সেতার, এসরাজ, তবলা, পাখাওয়াজ, কথাকলি এবং মনিপুরী নৃত্য বিষয়ে। রয়েছে এই সব বিষয়ের প্রত্যেকটিতে তিন বছরের বি.মিউজ (অনার্স)। বি.মিউজ (অনার্স) প্রদান করা হয় নাটক এবং থিয়েটার শিল্পেও।

৪. **কলা ভবন** (Institute of Fine Arts) : কলা ভবনের আওতায় দুই বছরের এম.ফাইন আর্টস্ এবং এ্যাডভান্স ডিপ্লোমা দেয়া হয় পেইন্টিং/মুরাল, স্কালপ্চার, গ্রাফিক আর্টস (প্রিন্ট মেকিং), ডিজাইন (টেকসটাইল/সিরামিকস), আর্ট হিস্ট্রিতে। এ সকল বিষয়ের প্রত্যেকটিতে পাঁচ বছর মেয়াদী বি.ফাইন আর্টস (অনার্স) কোর্স রয়েছে। স্নাতক এবং স্নাতকোত্তর ডিগ্রি ছাড়াও কলা ভবন থেকে এ সব বিষয়ে এক থেকে দুই বছর মেয়াদী নিয়মিত ডিপ্লোমা এবং সার্টিফিকেট কোর্সও পরিচালিত হয়ে থাকে।

৫. **বিনয় ভবন** (Institute of Education): বিনয় ভবন মূলতঃ শিক্ষক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র। এখান থেকেই দুই বছরের এম.ফিজিক্যাল এডুকেশন এবং তিন বছরের বি.ফিজিক্যাল এডুকেশন (অনার্স) ডিগ্রি প্রদান করা হয়। এই ভবনের আওতায় যাঁরা শিক্ষা নেন তাদেঁর মাঠ পর্যায়ে হাতে কলমে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। প্রশিক্ষণার্থীরা বিশ্বভারতীর নিজস্ব স্কুল সমূহে এবং আশপাশে পশ্চিম বাংলা মাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ডের অধীন স্কুলেও প্রশিক্ষণের অনুশীলন গ্রহণ করে থাকেন।

৬. **রবীন্দ্র ভবন** (Institute of Tagore Studies & Research) : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মৃত্যুর পরের বছর ১৯৪২ সনের জুলাই মাসে রবীন্দ্র ভবন স্থাপিত হয়। মূলতঃ রবীন্দ্রনাথকে কেন্দ্র করেই এই ভবনের কার্যক্রম। এখানে রবীন্দ্র রচনাবলীর অধিকাংশ পান্ডুলিপি আর্কাইভ করা আছে। আছে ৪০ হাজার বই আর ১২ হাজার জার্নালে ভরা লাইব্রেরী। আরো রয়েছে জাদুঘর যেখানে রবীন্দ্রনাথের নিজের হাতে আঁকা ১৫৮০ টি ছবি এবং তাঁর পছন্দের অন্য শিল্পীদের আঁকা ৫৫৪টি ছবি। এই জাদুঘর ইউনিটেরই দায়িত্বে রয়েছে রবীন্দ্রনাথের ব্যবহার করা পাঁচটি বাড়ী (কনিষ্ক, শ্যামলী, বিচিত্রা, কোনার্ক, মালঞ্চ) যেগুলোকে একত্রে বলা হয় উত্তরায়ণ (কমপ্লেক্স)। রবীন্দ্রনাথের নিজ কন্ঠের গান কবিতাসহ তাঁর সকল গান যন্ত্রস্থ করা আছে রবীন্দ্র ভবনের অডিও ভিচুয়াল ইউনিটে।

৭. **পল্লী সংগঠন বিভাগ** (Institute of Rural Reconstruction) : লিওনার্ড এলমহার্স্ট-কে সাথে নিয়ে রবীন্দ্রনাথ ১৯২২ সালে এটি শুরু করেন শ্রীনিকেতনের অনগ্রসর গ্রাম এবং এর মানুষ গুলোকে স্বাবলম্বী করে তুলতে। পরবর্তীতে এই ইনস্টিটিউটই কৃষি শিক্ষা/গবেষণা এবং সম্প্রসারণের একটি ব্রিজ বা সংযোগ কেন্দ্র হিসেবে গড়ে ওঠে। ইনস্টিটিউটের আওতায় দুই বছর মেয়াদী এম.এ/এম.এস.সি করা যায় এ্যানথ্রোপোলজী, রুরাল ডেভেলপমেন্ট এবং সোস্যাল ওয়ার্কে। তিন বছরের স্নাতক (সম্মান) ডিগ্রি করা যায় সোস্যাল ওয়ার্কে। তিন বছরের ডিপ্লোমার ব্যবস্থা রয়েছে টেক্সটাইল টেকনোলোজী, ফার্ণিচার টেকনোলোজী, ইনটেরিয়র ডিজাইন, মৃৎশিল্প এবং সিরামিক টেকনোলোজীতে। কিছু কিছু কারিগরী বিষয়ে দুই বছরের সর্টিফিকেট কোর্সও রয়েছে এখানে।

৮. **পল্লী শিক্ষা ভবন** (Institute of Agriculture) : পল্লী শিক্ষা ভবনের অধীনে দুই বছর মেয়াদী এম.এস.সি (এজি) ডিগ্রি প্রদান করা হয় এ্যাগ্রোনোমী, প্লান্ট প্রটেকশন, এগ্রিকালচারাল এক্সটেনশন, সয়েল সাইন্স, এগ্রিকালচারাল কেমিস্ট্রি এবং হরটিকালচারে। চার বছরের বি.এস.সি (এজি) অনার্সও রয়েছে স্নাতক লেভেলে। অন্যান্য সহযোগী ইউনিট গুলোর মধ্যে আছে ডেইরী ফার্ম, পল্ট্রী ফার্ম, সয়েল টেস্টিং ল্যাবরেটোরী, কৃষি ফার্ম, এবং কৃষি বীজনন কেন্দ্র। শান্তিনিকেতন-শ্রীনিকেতন চত্বরে রবীন্দ্রনাথ প্রচুর গাছ লাগিয়েছেন নিজের হাতে। দেশ বিদেশ ঘুরে নানান বীজ ও চারা সংগ্রহ করেছেন। নিজ হাতে গাছ-গাছালীর পরিচর্য্যা করেছেন। আম্রকুঞ্জে আম লাগিয়ে নাকি বলতেন যদি কখনো আম্রকুঞ্জে আম পেকে যায় বুঝবো আমার আশ্রমের ছেলে মেয়েরা সব বুড়ো হয়ে গেছে।

৯. পাঠ ভবন (Institute of Primary & Secondary Education) এ লেখার শুরুতেই উল্লেখ করা হয়েছিলো রবীন্দ্রনাথের বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বপ্নের বীজ অঙ্কুরিত হয়েছিলো ১৯০১ সনে 'আশ্রম বিদ্যালয়' স্থাপনার মধ্য দিয়ে যার পরিবর্তীত নাম 'পাঠভবন'। আজ বিশ্বভারতীর স্কুল সার্টিফিকেট পরীক্ষার জন্য ছাত্রছাত্রীদের তৈরী করা হয় এই পাঠভবনের প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক শিক্ষা কার্যক্রমের মাধ্যমে। কার্যক্রমের উল্লেখযোগ্য বিষয়টি হলো শ্রেণী কক্ষের বাইরে উন্মুক্ত খোলা মাঠে বা গাছের ছায়ায় প্রকৃতির সাথে মিশে গিয়ে জ্ঞান আহরণ। শিক্ষক শিক্ষার্থীর মাঝে বন্ধুত্বের সম্পর্কের বাঁধনে শিক্ষাকে সহজলভ্য করা এবং ব্যক্তিত্ব গড়ে তোলা পাঠভবনের লক্ষ্য। সে লক্ষ্যে

একাডেমিক শিক্ষার বাইরে শিক্ষার্থীদের মন ও মননের বিকাশে সম্পৃক্ত করা হয় নানান সামাজিক, সাহিত্য, সঙ্গীত, সাংস্কৃতিক এবং শরীর চর্চা বিষয়ক কর্মকান্ডে।

১০. **উত্তর শিক্ষা সদন** (Institute of Higher Secondary Education): প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক শিক্ষা গ্রহণের পর দুই বছর কলা এবং বিজ্ঞানের ধারায় শিক্ষা প্রদান করে উত্তর শিক্ষা সদন।

এছাড়া নিম্নে বর্ণিত সেন্টার গুলোর মাধ্যমে বিশ্বভারতীর বিশেষ কার্যক্রম সমূহ পরিচালিত হচ্ছে।

Centres:

- Nippon Bhavana
- Indira Gandhi Centre for National Integration
- Computer Centre
- Rural Extension Centre (REC)
- Centre of Bio-technology under Siksha-Bhavana
- Centre of Mathematics Education under Siksha-Bhavana
- Siksha-Charcha
- Agro-Economic Research Centre
- Centre for Environmental Studies under Siksha-Bhavana
- Centre for Journalism and Mass Communication under Vidya-Bhavana

আজ তাই অবাক বিস্ময়ে ভাবি ১৯০১-এর সেই আশ্রম আজ কত ব্যপক কত বিশাল এক বিশ্ববিদ্যালয় যার সার্থক মটো Yatra visvam bhavatyekanidam (Vedic text) Where the world makes a home in a single nest. আরো অবাক বিস্ময়ে ভাবি সেই ভূবন ডাকাতের ভূবনে কত বড় এক কৃষি বিপ্লবের সূচনা করে গেছেন রবীন্দ্রনাথ। তাই রবীন্দ্রনাথ কেবল কবিগুরু, নোবেল বিজয়ী সাহিত্যিক, সঙ্গীতজ্ঞ, বুদ্ধিজীবি, চিন্তাবিদ, পন্ডিত ব্যক্তিই নন। তিনি একজন সফল সমাজ সংস্কারক। সফল কৃষিবিদ গুরু।

তথ্য সূত্র:

- http://www.visva-bharati.ac.in/Index.htm
- http://www.santiniketan.com/
- ড. সামসুল হুদা, সহযোগী অধ্যাপক, ইউনিভার্সিটি অব ওয়েস্টার্ন সিডনি, প্রাক্তন ছাত্র, পল্লী শিক্ষা ভবন, বিশ্বভারতী
- কবিতা পারভেজ, প্রাক্তন ছাত্রী, পাঠ ভবন, বিশ্বভারতী